জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 12th Sept. 1956 | ১৮শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ

'কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন ফসলের যথোপযুক্ত সংরক্ষণের জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে সেগুলির মধ্যে উদ্ভিদ সংরক্ষণকে অন্যতম প্রধান ব্যবস্থা বলিয়া মনে করি।" উদ্ভিদ সংরক্ষণ সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ উল্লিখিত মন্তব্য করেন।

শ্রীদেশমুখ আরও বলেন—গত জুন মাসে মুসৌরীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ও কৃষি অফিসারদের সম্মেলনে এইরূপ স্থির হয় যে, অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থিরীকৃত এক কোটি টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি ২৪ লক্ষ টন করা যাইতে পারে এবং ইহার মধ্যে অন্ততঃ ১০ লক্ষ টন উদ্ভিদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য কৃষি শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা চিন্তনীয়। সেজন্য আমি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করিয়া চলিয়াছি। আমি বহুদিন হইতে উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি। ভূমি হইতে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ ফসল পাইতে হইলে আমাদিগকে উদ্ভিদ সংরক্ষণের দিকে সমধিক মনোযোগ দিতে হইবে।

—প্রেস ইন্‌ফরমেশন্ ব্যুরো

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

ফাইন (FINE) বস্ত্রে ফাইন (FINE !)

—০—

চিন্তামন দেশমুখ অর্থমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া ভারতের ভাগ্য-বিধান-কেন্দ্রের যে বিবরণ দিয়া অনেকের নগ্নরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথার সত্যতা ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কংগ্রেসী সরকারের সদর দপ্তরে অর্থমন্ত্রী ছিলেন একজন অকংগ্রেসী দেশমুখ। তিনি পদত্যাগের সময় বলিয়া গিয়াছেন—এমন সময় আসিয়াছে যে ভারতের অর্থমন্ত্রী পদে বাহিরের কোনও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞকে রাখা চলিবে না, এই পদে বসাইতে হইবে একজন ঝানু কংগ্রেসীকে। দেশের আর্থিক উন্নতি কংগ্রেসের অর্থনীতি নহে। গদি বাহাল রাখিতে হইলে ইলেকসন ফাণ্ড ফাঁপাইয়া তোলাই কংগ্রেসের একমাত্র অর্থনীতি। যে বিশেষজ্ঞের দেশে বিদেশে সুনাম আছে, যাদের ইজ্জতের ভয় আছে, তাদের পক্ষে কর্ত্তাদের অন্যায় জিদ ও খেয়ালে সায় দেওয়া কঠিন।

কংগ্রেস যে দেশের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হারাইয়াছে, বর্ত্তমান প্রায় কংগ্রেসীই তাহা মনে প্রাণে উপলব্ধি করেন। টাকার জোরে গদি বাহাল রাখা ভিন্ন গত্যন্তর নাই এটাও অনেকেই জানেন। সুতরাং টাকা চাই, টাকা ভিন্ন "নান্যপন্থা ইলেকসনে"। টাকা দিবে কাহারা? দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠী মিলওয়ালারা। তাঁহারাও ইঁহাদের চিনেন, ইঁহারাও তাঁহাদের চিনেন। তাঁহারা যে নিঃস্বার্থভাবে টাকা দিবেন না—এটা ধ্রুব সত্য। এক টাকা দিয়া দশ টাকা এবং দশ টাকা দিয়া একশো টাকা তুলিয়া লইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ [illegible]। কাজেই নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর শুল্ক অর্থাৎ ট্যাক্স চাপানো দেশবাসীর পক্ষে যতই মর্ম্মান্তিক হউক না কেন ব্যবসায়ী ও মিলওয়ালাদের পক্ষে বেশ লাভজনক, সুতরাং লাজের মাথা খাইয়া চুনো-পুঁটিগুলিকে হাঙ্গরের মুখে দিয়া তাহাদের পেট ভরানো ভিন্ন অর্থ সংগ্রহের অন্য পন্থা নাই।

দেশমুখ কাজে ইস্তফা দেওয়ার পর পণ্ডিতজী যত দিন অর্থ বিভাগের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন, তত দিন কাপড়ের উপর ট্যাক্স বসানোর শুভ-ঘোষণা করেন নাই।

অর্থমন্ত্রীর পদে এমন একটি লোককে বসাইলেন, যাঁহার চিত্তে সাধুতা বা অসাধুতার পার্থক্য কিছু নাই বলিলেই হয়। লোকসভায় কতিপয় সদস্য তাঁহার মুখের উপর গুণানুকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন—ইনি নিজের ছেলেদের নামে লাইসেন্স দিয়া তাহাদের লাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী ইহাতে লজ্জিত না হইয়া সপ্রতিভভাবে উত্তর দিয়াছিলেন—প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাহা জানেন, অর্থাৎ এ আর কি নূতন কথা তোমরা বলিয়া বাহাদুরী করিতেছ।

বাংলার সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব শারদীয়া মহাপূজা আগত প্রায়, এখন দয়াময় সরকার তাঁহার নবনিযুক্ত স্বনামধন্য অর্থমন্ত্রীকে দিয়া কাপড়ের বাজারে যে অগ্নিমূল্যের আবির্ভাব সূচনা করিয়া, সাপ হইয়া ছোবল মারিয়া রোজা হইয়া ঝাড়িবার মন্ত্র বলিতেছেন লোকে সংযমী হইয়া উচ্চ মূল্যে কাপড় না কিনিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলেই ব্যবসায়ীরা জব্দ হইয়া যাইবে। ভগবান আমাদের অর্থমন্ত্রী সহ সরকারকে দীর্ঘস্থায়ী করুন।

এই টাকা আমদানীর শয়তানী বন্ধ করার একমাত্র উপায়—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।"

গ্রাম্য চৌকিদার

(শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত)

প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। এক জেলা সহরের পুলিশ সাহেব সেই বিভাগের ডি. আই. জি. (ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল) পদে উন্নীত হইলেন। তিনি যেখানে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন সেই জেলায় পুলিশের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য আসিলেন। আমার এক পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বন্ধু ইতিপূর্ব্বে পুলিশ সাহেবী আমলে আমাকে তাঁহাদের কো-অপারেশন মিটিঙে হাস্যকৌতুক দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। আমি সাহেবের অনুরোধে পুলিশ বিভাগেরই সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলাম। এবারেও তিনি পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে (আমার বন্ধু) তাঁহার ডি. আই. জি. রূপ পরিদর্শন সময়ে এক কো-অপারেশন মিটিং ডাকিয়া আমার হাস্যকৌতুক পরিবেশনের ব্যবস্থা করিতে বলেন।

আমি ধার্য্য দিনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—বিরাট সমারোহ ব্যাপার। জেলার সমস্ত থানার দারোগা, জমাদার, প্রতি মহকুমার ইন্‌স্পেক্টরগণ উপস্থিত। প্রায় ৫০ জন গ্রাম্য চৌকিদার বাবুদের হুকুম মত দেবদারু ডাল কাটিয়া গেট সাজাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটাইয়া প্যাণ্ডেল তৈরী করিতেছে। প্রত্যেক চৌকিদার গ্রাম হইতে আসিবার সময় এক এক বোঝা পদ্মের পাতা মাথায় করিয়া আনিয়াছে। সকলের সঙ্গে এক পুটলী করিয়া মুড়ি আছে। চৌকিদারগণই পাঁটা কাটিয়া চামড়া ছাড়াইয়া মাংস কুটিতেছে। কেহ কেহ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ও পঞ্চায়েৎ প্রদত্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রুই মাছ মাথায় করিয়া আনিয়া তাহাও রন্ধনের জন্য কুটিয়া ঠিক করিতেছে। সকলে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া বাবুদের ভোজনের উপযোগী খাদ্যাদি প্রস্তুতে সাহায্য করিতেছে। ক্রমে সমস্ত খাদ্যাদি প্রস্তুত হয় হয় এমন সময়ে মিটিং বসিল। তাঁহাদের বিভাগীয় কার্য্যাদি সমাধান করিয়া আমার ডাক পড়িল। উপস্থিত হইলাম। ডি. আই. জি. সাহেব বলিলেন—প্রথমে পুলিশের ড্রিল দেখাইয়া সুরু করুন। আরম্ভ করিলাম—

লেফ্‌ট্ রাইট্ লেফ্‌ট্ রাইট্ লেফ্‌ট্
অল্‌ওয়েজ বার্গলারী, অল্‌ওয়েজ থেফ্‌ট্
মার্ক টাইম্ মার্ক টাইম্
ডে বাই ডে ইন্‌ক্রিজিং ক্রাইম্।
কুইক্ মার্চ্চ কুইক্ মার্চ্চ
বিগিন্ এভ্‌রী হাউস্-সার্চ্চ।
হল্‌ট্ !

ইফ্ পকেটিং সাম্‌থিং, সাব্‌মিট্
দি ফাইন্যাল্ রিপোর্ট—
দেয়ার ইজ নো ফণ্ট্।

এইভাবে ঘণ্টা খানেক নির্লজ্জতার পর ডি. আই. জি. সাহেব বলিলেন—প্রত্যেক বার আপনি ভিলেজ চৌকিদারদের বাদ দিয়ে যান। এবার তাদের কথা বল্‌তে হবে।

ওদের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা ক'রে একটা গান গাইলাম। সেবার লোক গণনার বৎসর। সেটাতেও চৌকিদারের ডিউটি বলেছিলাম। যতদূর মনে আছে লিখছি—

আহা মরি মরি, গ্রাম্য চৌকিদারী,
এ হেন চাকুরী নাহিক সংসারে।
বদন ভ'রে এদের যে বলিবে শালা,
তাকেই ভাবে এরা নিজের উপরওলা,
ধুয়ে দেয় তার এঁটো বাটি থালা,
মোট নিয়ে যায় গ্রামান্তরে।
মাইনে পায় এরা তিনটি মাস অন্তর,
অন্নাভাবে এদের দহে যে অন্তর,
উপরওলা যারা মাসে মাইনে মারে তারা,
এদের বিষয় বিবেচনা নাহি করে।
গ্রামে মুনিব এদের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চাৎ,
কথায় কথায় এদের করে কুপোকাৎ,
তাঁর মেয়ের বাড়ীতে, তত্ত্ব হয় নে যেতে,
(বলে) রিপোর্ট করলে চাকরী কে রাখিতে পারে ?
দুখের কথা এদের বলবো কত আর,
সেন্সাসেতে বহে আলকাতরার ভাঁড়—
শালা বলে গিয়ে গাঁয়ে টিকাদার—
বলে—মড়া জন্ম খাতা দেরে হাজির করে।
মাথার উপর এই যে দেখছ সামিয়ানা,
বল্‌তে পারো এটা কোন্ জীবেদের আনা ?
কাদের দৌলতে বানা হচ্ছে খানা—
(কিন্তু) একটি দানা এদের পড়বে না উদরে।

———

গান হওয়ার পর ডি. আই. জি. সাহেব বলিলেন—ষ্ট্রং এলিগেশন্ এগেন্ষ্ট্ অল্ দি পুলিস অফিসার্‌স্। লেট্ আস্ ফার্ষ্ট ফীড্ দি চৌকিদার্‌স্। ঐ সমারোহ ব্যাপারে সাহেবের হুকুমে চৌকিদারদের সবকে পোলাও মাংসাদি খাইয়ে বাবুদের রাত্রে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে থাকতে হয়েছিল। এক দিনের খাদ্যসুখ তাদের পেতে দেখেছি। এবার স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী জ্বালান সাহেবের করুণায় সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের চৌকিদারদের পুলিশ অফিসারদের চেয়েও বেশী ক্ষমতা লাভ হইল। তাহারা বিনা ওয়ারেণ্টে যাকে ইচ্ছা গ্রেপ্তার ক'রে বেঁধে নিয়ে যেতে পারবে। জ্বালান সাহেবের জয় জয়কার হউক।

ফুলবাড়ীর সাঁকোর প্রকৃত মালিক কে ?

মোড়গ্রাম রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে ফুলবাড়ীর সাঁকোর প্রকৃত মালিকের নির্দ্দেশ মিলে না। ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ বহুবার মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা জানিয়াছেন যে ঐ সাঁকোটী বীরভূম জেলা বোর্ডের অধীন। বীরভূম জেলা বোর্ডও মালিকানা করিতে রাজী নহেন। চারিদিকে সেটেলমেণ্ট আরম্ভ হইয়াছে। আমরা মুর্শিদাবাদ-বীরভূম জেলার সহৃদয় সেটেলমেণ্ট অফিসার মহোদয়ের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে তিনিই এই সাঁকোর প্রকৃত মালিকের সন্ধান দিতে পারিবেন।

প্রবীণ কম্বল-শিল্পীর মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ সহরের অনতিদূরবর্ত্তী গোপালনগর খড়খড়ির ধার নিবাসী প্রবীণ কম্বলশিল্পী গদাধর চৌধুরী মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১০৬ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

গাভী বিক্রয়

১৯৫৪ সালের একজিবিসনে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত উন্নত শ্রেণীর একটী গাভী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দাস, শিক্ষক
ফতুল্লাপুর, পোঃ নুরপুর (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ-মির্জ্জাপুর রাস্তার দুরবস্থা

মির্জ্জাপুর হইতে রঘুনাথগঞ্জ সহরের দূরত্ব চারি মাইল। গত ৭.৮ বৎসর ধরিয়া উক্ত রাস্তাটীর সংস্কার না হওয়ায় উহা ক্রমশঃ দুর্গম হইতেছে। মির্জ্জাপুরের ব্যবসায়িগণের মাল বোঝাই গোগাড়ী চলাচলে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। সাইকেল আরোহিগণ ঐ রাস্তায় যাইতে সাহস পান না। মেরামত অভাবে মোগলমারী সাঁকোর স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়াছে। এরূপ একটা প্রয়োজনীয় রাস্তার সংস্কার হওয়া অবিলম্বে আবশ্যক। এই বিষয়ে আমরা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম সরকারী কর্ম্মচারী সম্মেলন

গত ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার বেলা ১-৩০ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক হলে জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফ শ্রীসুধীন্দ্রমোহন গুহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার উন্নয়ন অধিকারিক শ্রীবিদ্যুৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং জঙ্গিপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভা উদ্বোধন করেন। সভায় বিভিন্ন স্থানের নিম্নতম সরকারী কর্ম্মচারিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। স্থানীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

———

রঘুনাথগঞ্জ-মোড়গ্রাম ষ্টেশন মোটর সার্ভিস

রঘুনাথগঞ্জ হইতে মোড়গ্রাম রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত সময়ে মোটর বাস চলাচল করার জন্য যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ হইতে মোড়গ্রাম অভিমুখে :—
সকাল ৫টায়, বেলা ৮-১৫ মিনিটে,
বেলা ১-৩০ মিনিটে, বৈকাল ৫টায়।

মোড়গ্রাম হইতে রঘুনাথগঞ্জ অভিমুখে :—
সকাল ৬-১৫ মিনিটে, বেলা ১১-১৫ মিনিটে,
বৈকাল ৪-৩০ মিনিটে, রাত্রি ১১টায়।

———

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত